বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও নির্দেশিকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও নির্দেশিকা

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

কার্যকরী তারিখ ঃ ১ জুলাই, ২০১৮
পর্যালোচনার তারিখ ঃ ৩১ জুলাই, ২০২১

প্রকাশ কাল:
আষাঢ়, ১৪২৬
জুন, ২০১৯

প্রস্তুতকরণ ও সম্পাদনা:
রেজীনা হালীম
উপ-পরিচালক ও সম্বনয়কারী,
জেন্ডার ও বৈচিত্র ও শিশু সুরক্ষা

মুদ্রণ:
সিটি আর্ট প্রেস
১৭৩, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০

Child protection policy
Bangladesh Red Crescent Socity

Effective Date : 1 July 2018
Date of review : 31 July 2021

Publication:
Ashaer, 1426
June, 2019

Producing and editing:
Rezina Halim
Deputy Director
Coordinator- Gender &Diversity
and Child Protection

Printing:
City Art press
173, Fakirer poll, Dhaka-1000

সূ।চী।প।ত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১.	ভূমিকা	০৪
০২.	উদ্দেশ্য	০৪
০৩.	নীতিমালা নির্দেশক	০৫
০৪.	পরিধি	০৫
০৫.	শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি	০৬
০৬.	প্রকল্পের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	০৬
০৭.	শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগ এবং বাছাই পদ্ধতি	০৬
০৮.	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা	০৭
০৯.	পরিদর্শক	০৭
১০.	সহকর্মী / অংশীদারদের সাথে কাজ	০৮
১১.	শিশু নির্যাতন ঘটনা অভিযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পদ্ধতি	০৮
১২.	নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	১০
১৩.	সংজ্ঞাসমূহ	১০
১৪.	সংযুক্ত নথিপত্র	১২
	পরিশিষ্ট ১ঃ শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি	১৩
	পরিশিষ্ট ২ঃ অভিযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পদ্ধতি	১৫
	পরিশিষ্ট ৩ঃ শিশু সুরক্ষার ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগের ফর্ম	১৬
	পরিশিষ্ট ৪ঃ কোন ঘটনা প্রকাশ পেলে তাতে সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি	১৭
	পরিশিষ্ট ৫ঃ শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগ এবং বাছাই পদ্ধতি	১৮
	পরিশিষ্ট ৬ঃ ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা	২০

০১ ভূমিকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) স্বীকৃতি দেয় যে, " শিশুরা সমাজের সবচেয়ে অসহায় শ্রেণীগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং প্রতিটি শিশুরই নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার অধিকার রয়েছে", তাই সর্বদা কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিডিআরসিএস শিশুদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করতে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের সেবা প্রদানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং নিষ্ঠাবান। বিডিআরসিএস মনে করে শিশু সুরক্ষা তখনই অর্জন করা সম্ভব হবে, যখন শিশুদের ক্ষতি হতে পারে এমন সব ঝুঁকি চিহ্নিত করে শিশুবান্ধব রীতিনীতিগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রকল্প ও কার্যক্রম, নীতিমালা এবং কর্মপন্থার মধ্যে বাস্তবায়ন করা যাবে।

এই লক্ষ্যে বিডিআরসিএস জাতীয় শিশু আইন অনুসারে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর এবং সকল স্তরে এই নীতিমালার আওতায় অর্ন্তভুক্ত রীতিনীতিগুলো অনুধাবন এবং বাস্তবায়ন করা হবে।

০২ উদ্দেশ্য

শিশু নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিডিআরসিএস-এর সকল কর্মসূচি বা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুদের সব ধরণের নির্যাতন ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। এই নীতিমালায় শিশুদের সুরক্ষায় যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হলঃ

- শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব-কর্তব্য ও কাজের পরিধি;
- নির্দেশনামূলক রীতিনীতি;
- চাকুরিতে নিয়োগ ও প্রার্থী বাছাইকরণ প্রক্রিয়া;
- শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আচরণগত নির্দেশিকা (শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি);
- অভিযোগ করার পদ্ধতি;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল/পদ্ধতি;
- সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা;
- অংশীদারদের সাথে কাজ করার পদ্ধতি;
- নীতিমালাটিতে ব্যবহৃত শিশু সুরক্ষা বিষয়ক শব্দমালার সংজ্ঞাসমূহ।

পাশাপাশি শিশু সুরক্ষায় বিডিআরসিএস-এর অংশীদারদের/সহযোগী সংস্থার ভূমিকা এবং দায়িত্ব কিরূপ হওয়া উচিত তার দিকনির্দেশনা, আবশ্যকীয়তা এবং কিছু সাধারণ রীতিনীতি এই নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩ নীতিমালা নির্দেশিকা

বিডিআরসিএস- শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত নির্দেশনা মেনে চলে ঃ

১)	শূণ্য সহনশীলতা	কোন ধরণের শিশু নির্যাতন বা শোষণ গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা সহ্য করা হবে না।
২)	শিশুর অধিকার	জাতীয়তা, সংস্কৃতিক ভিন্নতা, জাতিগোষ্ঠী (নৃগোষ্ঠী), লিঙ্গ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস, আর্থসামাজিক অবস্থা, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, পারিবারিক পটভূমি বা অপরাধের ইতিহাস প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুরই নির্যাতন ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার রয়েছে। শিশু স্বার্থ রক্ষা নীতিমালার ভিত্তিতে শিশুদের কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
৩)	যৌথ দায়িত্ব	শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ বিডিআরসিএস-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, অংশীদার এবং সহযোগীর যৌথ দায়িত্ব।
৪)	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপায় /পদ্ধতি	শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি এখনই পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা হয়তো সম্ভব হবে না, তবে বিডিআরসিএস তার কোন সাংগঠনিক কার্যক্রম, কিংবা কোন কর্মসূচি বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেন কোন শিশুর ক্ষতি না করে তা নিশ্চিত করতে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। তাই, বিডিআরসিএস শিশু নির্যাতনের ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত বা পর্যবেক্ষণ করে যথাসম্ভব হ্রাসকরণে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
৫)	ন্যায়বিচার	শিশু নির্যাতনের বা শোষণের কোনও আশংকা বা অভিযোগের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা অংশীদারদের ক্ষেত্রে সুবিচার প্রদান করা হবে।

০৪ পরিধি

বিডিআরসিএসকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এমন সকলের ক্ষেত্রেই এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে ঃ

- ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য
- ইউনিট বা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
- কর্মকর্তাবৃন্দ/ কর্মচারীবৃন্দ
- স্বেচ্ছাসেবক
- যে সকল ঠিকাদার ও উপঠিকাদার বিডিআরসিএস-কে কোন সেবা দিচ্ছেন বা তাদের সাথে কাজ করছেন
- অংশীদার/সহযোগী সংস্থা
- বিডিআরসিএস-এর অফিস বা প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম দেখতে আসা পরিদর্শক
- বিডিআরসিএস-এর সাথে কাজ বা এর প্রতিনিধিত্ব করার সময় শিশুদের সংস্পর্শে এসেছেন এমন যেকোন ব্যক্তি বা দল।

০৫ শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কোন প্রতিনিধি যখন শিশুদের সংস্পর্শে আসবেন বা তাদের সাথে কাজ করবেন তখন কেমন আচরণ করবেন এবং কীভাবে তাদের ঝুঁকি যথাসম্ভব হ্রাসকরণে কাজ করবেন তার দিকনির্দেশনা ও মানদণ্ড শিশু সুরক্ষার আচরণবিধিতে নির্ধারণ করে দেওয়া আছে।

পরিশিষ্ট ১-এ শিশু সুরক্ষার আচরণবিধির উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ।

০৬ প্রকল্পের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহায়তাপ্রাপ্ত কোন কার্যক্রম, প্রকল্প বা কোন পদ যার মাধ্যমে শিশুদের সংস্পর্শে আসতে হয় (বা আসার সম্ভাবনা থাকে), বা শিশুদের সাথে সরাসরি কাজ করতে হয় অথবা যার প্রভাব সরাসরি শিশুদের উপরে পড়ে এবং সেগুলোর কারণে শিশুদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেসব ঝুঁকি কমানোর জন্য বিডিআরসিএস শিশু সুরক্ষায় ঝুঁকি মূল্যায়নে একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে। যার মাধ্যমে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি শনাক্ত করা গেলে বিডিআরসিএস তা নিরসনের জন্য উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করবে এবং পুরো কর্মসূচি/কার্যক্রম জুড়েই এসব ঝুঁকির (অথবা সম্ভাব্য ঝুঁকির) উপর সক্রিয়ভাবে নজরদারি ও পর্যালোচনা করা হবে।

কারন, বিডিআরসিএস স্বীকৃতি দেয় যে মানবিক বির্পযয়গ্রস্ত এলাকার শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি অসহায় এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিশুদের ঝুঁকি কমাতে অতিরিক্ত নিরসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

পরিশিষ্ট ৬ এ শিশু সুরক্ষায় ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য সুশৃঙ্খল পদ্ধতি সর্ম্পকে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

০৭ শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগ এবং বাছাই পদ্ধতি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শিশুদের সুরক্ষার জন্য নিরাপদ জনবল নির্বাচন ও নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের কার্যক্রমগুলোতে সবচেয়ে নিরাপদ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিয়োগ প্রদান করা। আমাদের শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নিয়োগ ও সেবক/ জনবল বাছাই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত রীতিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- চাকরির বিজ্ঞপ্তি ও পদের বর্ণনায় শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা;
- অন্তত দুজনের কাছ থেকে প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য নেওয়া এবং তাদের সাথে শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করা;
- পুলিশের মাধ্যমে যাচাই করানো;
- প্রার্থীর/আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন শিশু নির্যাতন/শোষণের অপরাধের অভিযোগ আছে কি না তা জানানো প্রার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা;
- বিডিআরসিএস-এর শিশু সুরক্ষা নীতি এবং শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি পড়া এবং তাতে স্বাক্ষর করা প্রার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা।

এছাড়া নিয়মিত বা সরাসরি শিশুদের সাথে কাজের সময়ে তাদের সংস্পর্শে আসতে পারেন এমন সকল পদে নিয়োগ এবং সেবক / জনবল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু পদক্ষেপ নেয়া, যেমন ঃ

- সাক্ষাৎকারের সময় শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা;
- কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষার বিষয়ক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা;
- নিয়োগ পত্রের শর্তসমূহের মধ্যে অবশ্যই এই শর্ত উল্লেখ থাকবে যে, যদি কেউ কখনো শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, তাহলে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা, সাময়িক বরখাস্ত করা, বা অন্য কোন দায়িত্বে তাকে বদলি করার ক্ষমতা বিডিআরসিএস-এর থাকবে।

সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক, একক ব্যবসায়ী, কনসালট্যান্ট এবং ঠিকাদার ও উপঠিকাদারদের শিশু নিরাপদ কর্মী নিয়োগ ও বাছাই করার প্রক্রিয়া পরিশিষ্ট ৫-এ বর্ণিত আছে।

০৮ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা

শিশুদের সংস্পর্শে আসতে পারেন বা তাদের সাথে কাজ করছেন বা করতে পারেন বিডিআরসিএস-এর এমন ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য, ইউনিট বা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক, ঠিকাদার এবং উপঠিকাদার সকলকে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অতীব গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করতে হবে ঃ

- শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে জানতে এবং তা মেনে চলতে হবে;
- শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের একটি নিয়মিত প্রস্তাবনামূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে, যেখানে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং আচরণবিধির আওতাধীন পালনীয় সব দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং শিশু নির্যাতন বিষয়ক কোন আশংকা বা অভিযোগপত্র কীভাবে তৈরি করবে তার উপায় জানানো হবে ;
- প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সুরক্ষা প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ বা নির্দেশনার সেশনে সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে (যেমন- জরুরি অবস্থায় সহায়তা দানের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা নির্দেশনা);
- বিডিআরসিএস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম নিবন্ধন করবেন এবং তা ফাইল আকারে সংরক্ষণ করবেন (সম্ভব হলে ডাটা-বেইজ তৈরী করা যেতে পারে)।

০৯ পরিদর্শক

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিদর্শক দলের সদস্য হিসেবে যাঁরা থাকতে পারবেন ঃ

- অংশীদারদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক, ঠিকাদার, উপঠিকাদার;
- দাতা;
- সরকারি কর্মকর্তা;
- বেসরকারি সংস্থা বা জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাগুলোর কর্মী;
- স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় কাজ করছেন এমন কর্মী অথবা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফার।

উল্লেখিত ব্যক্তি বা দল পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হবার পর অবশ্যই তাকে -

- বিডিআরসিএস-এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং আচরণবিধি পড়ে এবং বুঝে স্বাক্ষর করতে হবে;
- বিডিআরসিএস-এর সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ এবং জরুরি অবস্থায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, এমন সব জায়গায় পরিদর্শকদের সাথে বিডিআরসিএস অথবা অংশীদারদের কর্মী অথবা মনোনীত স্বেচ্ছাসেবক থাকতে হবে;

- প্রয়োজন হলে পরিদর্শনে আসা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থান, প্রকল্প বা কার্যকলাপ এর উপর ভিত্তি করে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে অবগত করতে হবে (যেমনঃ জরুরি অবস্থায় সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে বা মিডিয়ার পরিদর্শকের নির্দিষ্ট স্থান, প্রকল্প পরিদর্শনের সময়ে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনা)।

১০ সহযোগী সংস্থা/অংশীদারদের সাথে কাজ

বিডিআরসিএস শিশু সুরক্ষাকে অবশ্যই পালনীয় হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সকল সহযোগী সংস্থা তাদের প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। শিশুদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বা কাজ করার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করার সময় বিডিআরসিএস নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালন করবে ঃ

- সহযোগি সংস্থাগুলো শিশু নিরাপদ প্রতিষ্ঠান কি না তা নির্ধারণ করতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিশু সুরক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোতে শিশু সুরক্ষার জন্য সহযোগী সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা;
- সকল অংশীদারিত্বের চুক্তিতে শিশু সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা/মানদণ্ড মেনে চলার শর্ত যোগ করা;
- শিশু সুরক্ষার ব্যবস্থাপনাগুলো এবং শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা সক্রিয় ভাবে পর্যবেক্ষণ করা;
- শিশুদের সাথে যোগাযোগ বা কাজ করতে হয় এমন সব প্রকল্প ও কর্মকাণ্ডের জন্য সহযোগী সংস্থার সাথে শিশু সুরক্ষায় ঝুঁকি মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা এবং পুরো প্রকল্পের প্রক্রিয়া জুড়ে তা নিরসনের জন্য পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা;
- বিডিআরসিএস সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত প্রকল্পের জন্য শিশু সুরক্ষায় বিবেচ্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে রিপোর্ট করার একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি তৈরি করা।

১১ শিশু নির্যাতন ঘটনা অভিযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পদ্ধতি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শিশুর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর এবং তাদের মর্যাদা ও অধিকারকে সবসময় অন্যান্য সব বিষয়ের থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই নীতিমালার আওতাধীন যেকোনো ধরণের শিশু নির্যাতন বা শোষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা বিডিআরসিএস-এর সকল প্রতিনিধিগণের জন্য বাধ্যতামূলক। বিডিআরসিএস-এর কাছে কমিউনিটির জনগণ, পরিদর্শকসহ অন্যান্য যে কেউ শিশু নির্যাতনের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

শিশু নির্যাতনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে বিডিআরসিএস এর করণীয় ঃ

- নীতিমালা অনুযায়ী শিশু নির্যাতনের রিপোর্টের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া (পরিশিষ্ট ২);
- শিশু নির্যাতনের কোনো রিপোর্টের পুরো তদন্ত প্রক্রিয়া জুড়ে শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার সর্বত চেষ্টা করা;
- শিশু নির্যাতনের সকল রিপোর্টকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং সকল পক্ষের সাথে যেন ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা;
- গোপনীয়তা রক্ষা করে একটি নিরপেক্ষ ও সময়পোযোগি প্রক্রিয়ায় শিশু নির্যাতনের রিপোর্টের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া;

[১] *নিয়মিত প্রশিক্ষণে প্রাথমিক ভাবে শিশু সুরক্ষার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ এবং তারপর বার্ষিক রিফ্রেশ প্রশিক্ষণে অর্ন্তভুক্ত করুন।*

- সৎ ও বিশ্বাসের সাথে কেউ রিপোর্ট করলে তাদের স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করা।

বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট-২ এ, কী রিপোর্ট করতে হবে, কখন রিপোর্ট করতে হবে, কাকে রিপোর্ট করতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা আছে।

তথ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া

বিদ্যমান পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিক তথ্য নথিভুক্ত করবেন কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এন্ড একাউন্টাবিলিটি (সিইএ) পদে প্রধান দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি জেন্ডার এবং ডাইভার্সিটি বা পিজিআই- এর দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ও মানব সম্পদ (HR) বিভাগের সাথে কাজ করবেন এবং কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবেন। সিইএ প্রধানের দায়িত্ব হলো-

- শিশু বা তরুণের ঝুঁকির প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতা শনাক্ত করবেন;
- অভিযোগের প্রকৃতি নির্ধারণ করবেন এবং তার সাথে অভিযুক্ত অপরাধী কি পরিমাণ ঝুঁকিতে আছে তা শনাক্ত করবেন;
- শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করবেন।

কর্ম পরিকল্পনায় যা যা থাকতে পারে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়

- স্থানীয় পুলিশ অথবা শিশু সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি রিপোর্ট করা;
- শিশুর জন্য যোগাযোগমূলক মাধ্যম তৈরি করে দেয়া এবং সহায়তা নিশ্চিত করা;
- বিডিআরসিএস-এর নীতিমালা এবং পদ্ধতি অনুযায়ী সংস্থার মধ্যেই বিষয়টির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া (ফৌজদারি অপরাধ না হলে);
- এবং নির্যাতিত ব্যক্তি চাইলে তাকে এই কর্ম পরিকল্পনায় বিষয়ে খবরাখবর দেওয়া।

নীতিমালা বা শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি লঙ্ঘনের ফলাফল

কেউ এ নীতিমালা বা শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে বা মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ঃ

- বিডিআরসিএস কর্মকর্তা- কর্মচারির ক্ষেত্রে - চাকুরিচ্যুত করা;
- স্বেচ্ছাসেবীদের ক্ষেত্রে - বহিষ্কার করা;
- ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য বা ইউনিট/শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের ক্ষেত্রে - পদ থেকে অপসারণ করা।

ঠিকাদার এবং উপঠিকাদার

- একক মালিকানাধীন ঠিকাদার - চুক্তি বাতিল করা;
- একজন ঠিকাদার বা উপঠিকাদারের কর্মীর ক্ষেত্রে - ঠিকাদার বা উপঠিকাদারের সেই কর্মচারি-কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া বা ঠিকাদার বা উপঠিকাদারের সাথে থাকা চুক্তি বাতিল করা।

পরিদর্শক

পরিদর্শকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম বন্ধ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া। পাশাপাশি, অভিযোগের ধরনের ওপর নির্ভর করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ বা ফৌজদারি তদন্ত এবং মামলা করা হতে পারে।

বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যঃ প্রতিটি রিপোর্টকে আলাদা-আলাদাভাবে তদন্ত করা। অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া। তবে সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যে ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা আচরণবিধির সামান্য লঙ্ঘন করা হবে সেক্ষেত্রে, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আবার শিশু সুরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কিছু সময়ের জন্য তাদের উপর পর্যবেক্ষণ বাড়ানো যেতে পারে।

গোপণীয়তা রক্ষা

- বিডিআরসিএস একটি শিশু সুরক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কে সকল তথ্য পেশাদারি পদ্ধতিতে সুরক্ষিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। তথ্য শুধুমাত্র জানার প্রয়োজনে অথবা স্থানীয় আইন অনুযায়ী পুলিশ বা শিশু সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করার সময় প্রকাশ করা হবে।
- সকল পক্ষের নিরাপত্তা এবং ন্যায় সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করার জন্য বিডিআরসিএস-এর কাছে কেউ শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট করার সময় তিনি সংস্থার সুরক্ষিত নীতিমালা মেনে চলবেন এমনটাই প্রত্যাশা করা হয়।

১২ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

- ম্যানেজমেন্ট- এর সহায়তায় নীতিমালার প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা বিডিআরসিএস মহাসচিবের দায়িত্ব;
- নীতিমালাটি অন্তত প্রতি ৩ বছরে একবার পর্যালোচনা করা হবে;
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ডের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিমালার আরও নিগূঢ় পর্যালোচনা করা যেন এটি সময়োপযোগী, কার্যকরী ও যথোপযুক্ত হয়।

১৩ সংজ্ঞাসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে শিশু সুরক্ষা আচরণবিধিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

পরিভাষা	সংজ্ঞা
প্রাপ্তবয়স্ক	১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তি।
শিশু	১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি।
শিশু নির্যাতন	নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর এক বা একাধিক হতে পারে ঃ

	❖ শারীরিক নির্যাতন
	❖ যৌন নির্যাতন
	❖ মানসিক নির্যাতন
	❖ অবহেলা
	❖ শোষণ
	❖ অন্যান্য।
শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত উপাদান	প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল উপাদান দ্বারা শিশুকে শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার বা নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হয়।
শিশু শোষণ ও নির্যাতন	নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেঃ
	❖ শিশুর প্রতি নির্যাতনমূলক কাজকর্ম করা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে করতে বাধ্য করা;
	❖ শিশুদের শোষণ করার উপাদান নিজের কাছে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা, তৈরি করা, বিতরণ করা, পাওয়া বা প্রেরণ করা;
	❖ নির্যাতনের উদ্দেশ্যে শিশুকে সরাসরি বা অনলাইনে গ্রুমিং করা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এমন করতে বাধ্য করা।
শিশুদের শোষণ মূলক উপাদান	যেকোনো ধরণের জিনিস যা শিশু নির্যাতনের উপকরণ হতে পারে। যেমন- পর্ণোগ্রাফি।
শিশু পর্ণোগ্রাফি	শিশু পর্ণোগ্রাফি হলো এমন একটা মাধ্যম যেখানে কোনো শিশু বা কিশোর-কিশোরীকে অন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যৌন চাহিদা পূরণের জন্য অথবা তাকে সরাসরি যৌন কাজকর্মে লিপ্ত হবার জন্যে ঐ শিশু বা কিশোর-কিশোরীকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় শরীর অথবা যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করতে বাধ্য করানো হয়। যা যেকোনো যুক্তি-বুদ্ধি থাকা মানুষের যেকোনো পরিস্থিতিতেই আপত্তিকর মনে হবে।
শিশু সুরক্ষা	এমন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা কার্যকলাপ যার উদ্দেশ্য হল যেকোনো ধরণের নির্যাতন থেকে শিশুকে রক্ষা করা।
শিশু সুরক্ষা আচরণ বিধি	শিশুদের সাথে যোগাযোগ বা কাজের জন্য আচরণের নির্দেশিকা যা পরিশিষ্ট ২- এ বর্ণিত হয়েছে।
ঠিকাদার	কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যে কিনা বিডিআরসিএস-এর সাথে যৌথভাবে কাজ করছে বা সেবা দিচ্ছে, ঠিকাদার, কনসালট্যান্ট এবং একক ব্যবসায়ীও হতে পারেন।
মানসিক নির্যাতন	একজন পিতামাতা বা অভিভাবক যখন কোন শিশুর প্রতি অনুচিত মৌখিক বা প্রতীকী আচরণ করে, যা শিশুর কাছে ভীতিকর, অপমানমূলক হয় তখন তা মানসিক নির্যাতন হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুকে পর্যাপ্ত মানসিক পরিচর্যা দিতে বা আবেগগত চাহিদা পূরণ করতে না পারলে ধীরে ধীরে শিশুর আত্ম-মর্যাদা এবং সামাজিক দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ্রুমিং/ অনলাইন গ্রুমিং / চাইল্ড গ্রুমিং	এমন একধরনের প্রক্রিয়া যেখানে কোন ব্যক্তিকে যৌন পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। অনলাইন গ্রুমিং/চাইল্ড গ্রুমিং এর মধ্যে একটি যেখানে, কোন শিশুকে যৌন নির্যাতনের উদ্দেশ্যে তার বাবা মা বা তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে শিশুটির কাছে যাওয়া, জড়িয়ে ধরা, গায়ে হাত দেওয়া, চুমু খাওয়া, যৌন উত্তেজক পোস্টকার্ড, অঙ্কিত ছবি, বা শব্দ প্রেরণ এর মাধ্যমে শিশুকে যৌন কার্যকলাপে যোগ দেবার জন্য সম্মতি লাভ করা অথবা অনলাইনে শিশুকে যৌন কার্যকলাপে নিযুক্ত করতে অন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির কাছে তার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় শরীর অথবা যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করে যৌন কার্যকলাপ স্থাপন করে দেয়া।
অবহেলা	যদি কোন পিতামাতা বা অভিভাবক তাদের সেগুলো পূরণ করার ক্ষমতা বা অবস্থা থাকা স্বত্ত্বেও শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বা কল্যাণ সাধনে সামাজিকভাবে স্বীকৃত উপকরণ প্রদান বা চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়।
শারীরিক নির্যাতন	শিশুর প্রতি শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করা। শারীরিক নির্যাতনমূলক আচরণের মধ্যে রয়েছে ধাক্কা দেওয়া, ঘুসি মারা, আঘাত করা, মারধর করা, লাথি মারা, কামড়ানো, পোড়ানো, ঝাঁকানো, ছুঁড়ে ফেলা, শ্বাসরোধ করা এবং বিষ দেওয়া।
যৌন নির্যাতন	একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন তার যৌন তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শিশু বা কিশোরকিশোরীকে ব্যবহার করে (১৮ বছরের কম বয়সী) তখন তাকে যৌন নির্যাতন বলে। যৌন নিপীড়ণমূলক আচরণগুলোর মধ্যে রয়েছে, যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা, হস্তমৈথুন, মৌখিক যৌন কর্ম, যোনি বা মলদ্বারে লিঙ্গ, আঙুল বা অন্য কিছু প্রবেশ করানো, স্তন স্পর্শ করা, শরীর প্রদর্শন করা, অপরের যৌনক্রিয়া বা যৌনাঙ্গ দেখে যৌন তৃপ্তি লাভ করা, শিশুকে পর্ণোগ্রাফি দেখানো বা তাকে কোনোভাবে তাতে লিপ্ত করা ইত্যাদি।
একক ব্যবসায়ী	একটি চুক্তি বা সাব-কন্ট্রাকটারের অধীনে বিডিআরসিএস-কে সেবা প্রদান করে বা তাদের সাথে কাজ করে এমন একজন ব্যক্তি।
পরিদর্শক	আমন্ত্রণ জানানো হলে বা স্ব-উদ্দোগে বিডিআরসিএস অথবা অন্য কোন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পগুলোতে সেবা প্রদান করে থাকে এমন স্থানে উপস্থিত হয়ে তা পরিদর্শন করেন এমন একজন ব্যক্তি।

১৪ সংযুক্ত নথিপত্র

পরিশিষ্ট ১: শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি

পরিশিষ্ট ২: অভিযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পদ্ধতি

পরিশিষ্ট ৩: শিশু সুরক্ষার ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগের ফর্ম

পরিশিষ্ট ৪: কোন ঘটনা প্রকাশ পেলে তাতে সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি

পরিশিষ্ট ৫: শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগ এবং বাছাই পদ্ধতি

পরিশিষ্ট ৬: ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি

পরিশিষ্ট ১ শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি

ভূমিকা

শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য, ইউনিট বা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা- কর্মচারি, স্বেচ্ছাসেবক, ঠিকাদার এবং উপঠিকাদার ও তাদের কর্মচারী এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যুক্ত সহযোগী সংস্থা ও পরিদর্শকদের জন্য প্রযোজ্য।

এই নীতিমালা শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্যদের প্রত্যাশিত আচরণের মানদন্ড নির্ধারণ করে।

সুরক্ষা নীতিমালা শব্দগুলির অর্থ

এই আচরণবিধিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংজ্ঞা শিশু সুরক্ষা নীতিমালাতে দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থগুলো অবশ্যই পড়া এবং বোঝা দরকার।

আচরণবিধি

আমি সম্মত আছি যে, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে কাজ করার সময় বা তার দ্বারা অর্থায়ন বা বাস্তবায়িত কোন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকাকালীন সময় আমি অবশ্যই ঃ

- জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয়তা, জাতিগত বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, প্রতিবন্ধকতা, জন্ম বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে শিশুদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করবো;
- শিশুদের সাথে এমন ভাষা ব্যবহার করবো না বা এমন আচার-আচরণ করবো না যা কিনা অনুপযুক্ত, হেনস্থাকর, নির্যাতনমূলক, যৌন প্ররোচনামূলক, অবমাননাকর বা সাংস্কৃতিকভাবে অনুপযুক্ত;
- কোনো শিশুকে (১৮ বছরের কম বয়সের) কোনো ধরণেরই যৌন কাজকর্মে যুক্ত করবো না, যার মধ্যে আর্থিক বিনিময় থাকুক বা না থাকুক ;
- শিশুদের কাছাকাছি কাজ করার সময় সেখানে অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করব;
- অভিভাবকহীন/অসহায় শিশুদের আমরা বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবো না, যাতে করে তাদের শারীরিক ক্ষতি হবার ঝুঁকি থাকে;
- অবশ্যই প্রয়োজন না হলে অভিভাবকহীন শিশুদের কাছাকাছি ঘুমাবো না। যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমার সুপারভাইজারের অনুমতি নেব এবং সেখানে সম্ভব হলে অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্কের উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করবো (আমি জানি যে আমার নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য);
- সমস্ত কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া বা ভিডিও এবং ডিজিটাল ক্যামেরা যথাযথভাবে ব্যবহার করবো এবং কোন শিশুকে শোষণ বা হয়রানী করবো না অথবা কোন মাধ্যমের সাহায্যে শোষণের জন্য উপকরণ গুলো ব্যবহার করে কখনই শিশুকে নির্যাতন করবো না;
- শিশুদের বয়স ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত নয় এমন সব ঘরের কাজ বা অন্যান্য শ্রমের জন্য নিযুক্ত করবো না, যা তাদের শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটায় অথবা যা তাদের উল্লেখযোগ্য ভাবে ঝুঁকি বা আঘাতের সম্মুখীন করে;

- শিশু শ্রম সম্পর্কিত শ্রম আইনসহ সকল প্রাসঙ্গিক স্থানীয় আইন মেনে চলবো;
- শিশু নির্যাতন ও শোষণ সংক্রান্ত ঝুঁকির আশংকা অবিলম্বে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির শিশু সুরক্ষা নীতি অনুসারে রিপোর্ট করবো;
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে বা থাকাকালীন শিশু নির্যাতন ও নিগ্রহ সম্পর্কিত কোনও অপরাধের যাবতীয় অভিযোগ, অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া ও মামলার ফলাফল অবিলম্বে অবহিত করবো;
- নিজের আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকব এবং এমন কাজকর্ম বা আচরণ এড়িয়ে চলবো যা অন্যরা শিশু শোষণ এবং নির্যাতন হিসেবে মনে করতে না পারে।

কাজের উদ্দেশ্যে শিশুদের ছবি ব্যবহারে করণীয়

যখন কোন শিশুর ছবি কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য তুলবো বা তার ভিডিও নেবো, তখন আমি অবশ্যই-

- শিশুর ফটো বা ভিডিও নেওয়ার আগে দেখে নেবো যে ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রথা বা বিধিনিষেধ আছে কিনা এবং সেগুলি মেনে চলার সর্বত চেষ্টা করব;
- শিশুর ফটো বা ভিডিও নেওয়ার আগে শিশুর এবং শিশুর বাবা-মা বা অভিভাবকের কাছে সকল বিষয়ে অবশ্যই (যেমন- ফটোগ্রাফ বা ফিল্মটি কিভাবে ব্যবহার করা হবে, কোথায় ব্যবহার করা হবে) অবগত করে তাদের সম্মতি নেব এবং সেই সম্মতির প্রমাণ রাখবো;
- ফিল্ম, ভিডিও এবং ডিভিডি-তে শিশুকে যেন মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানজনকভাবে দেখানো হয় এবং তাকে অসহায় বা হতোদ্যম হিসেবে দেখানো না হয় তা নিশ্চিত করবো। শিশুদের যথেষ্ট পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধেয় অবস্থায় থাকতে হবে এবং যৌন অর্থপূর্ণ কোন ভঙ্গিমায় থাকবে না তা নিশ্চিত করবো ;
- ছবি যেন প্রেক্ষাপট ও তথ্যের সঠিক উপস্থাপনা হয় তা নিশ্চিত করবো।

অঙ্গীকারনামা

আমি অঙ্গীকার করছি যে,

- আমাকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শিশু সুরক্ষার নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে এবং আমি তা পড়েছি ও বুঝেছি।
- আমি শিশু সুরক্ষা নীতি বা শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি মেনে না চললে আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বা আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা, আমার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ বা ফৌজদারি তদন্ত অথবা মামলা করা হতে পারে।

তারিখ : ----------

নাম : ---------- স্বাক্ষর : ----------

পদবি : ---------- সংস্থা : ----------

পরিশিষ্ট ২ অভিযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পদ্ধতি

বিডিআরসিএস- এ শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট/অভিযোগ করার পদ্ধতি

কে রিপোর্ট করতে পারেন?	সোসাইটির ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য, ইউনিট বা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক, সহযোগী, ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদারসহ বিডিআরসিএস-এর সকল ব্যক্তির অভিযোগ জানানো বা রিপোর্ট করা একটি নৈতিক দায়িত্ব। শিশু ও কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যসহ যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারেন।
কী রিপোর্ট করতে হবে?	শিশু নিগ্রহ বা আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেলে, তার সাক্ষী থাকলে বা সন্দেহ হলে শিশু সুরক্ষা ঘটনার ফর্ম পূরণ করুন (পরিশিষ্ট ৩)।
কখন রিপোর্ট করতে হবে?	তৎক্ষণাৎ বা যত দ্রুত সম্ভব। যদি শিশুর নিরাপত্তা বা কল্যাণের ক্ষেত্রে খুব বেশি ঝুঁকি থাকে তবে স্থানীয় পুলিশ এবং স্বাস্থ্য সেবার মত জনকল্যাণমূলক সেবা সংস্থার সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে।
ঝুঁকি বেশি থাকলে	১. ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ ও শিশু ও কল্যাণ সেবা সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আশংকা সম্পর্কে অবিহিত/রিপোর্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে ৯৯৯, ১০৯ ফোন করে সেবা নিশ্চেত করতে পারেন।
	২. এই সেক্টরে কাজ করে এমন অন্যান্য সংযুক্ত সংস্থার সাথে পরামর্শ করে শিশু ও অভিযোগকারীর জন্য চিকিৎসা সেবাসহ যোগাযোগের সকল মাধ্যম এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া নিশ্চিত করুন এবং পাশাপাশি কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করুন। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংস্থার মহাসচিবকে অবিহিত করতে হবে।
কম ঝুঁকি থাকলে	৩. অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবস্থা নিন।
	৪. অন্য কোন পদক্ষেপ নিতে হবে না।
কার কাছে রিপোর্ট করবেন	❖ বিডিআরসিএস এর অভিযোগের হটলাইন (+ ৮৮০১৮১১৪৫৮৫২৪) বা
	❖ কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি (সিইএ) ফোকাল পয়েন্ট
	❖ প্রথম যে ব্যক্তি বিডিআরসিএস এর পক্ষ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করবেন বা অভিযোগ জানাবেন তাকে শিশু সুরক্ষা ঘটনার ফর্ম পূরণ করতে হবে।

দ্রষ্টব্য: যদি অভিযোগটি ফৌজদারি অপরাধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হবে। সব ঘটনা পুলিশকে জানানোর বিষয় নয়। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সহযোগী জাতীয় রেড ক্রসের হয়ে থাকেন বা কোন ভাবে জড়িত থাকেন তাহলে অবশ্যই সহযোগী জাতীয় রেড ক্রসকে অবিলম্বে জানাতে হবে।

পরিশিষ্ট ৩ শিশু সুরক্ষার ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগের ফর্ম

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে শিশু নির্যাতন বা শোষণ বা শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি লঙ্ঘন করার কোন ঘটনা ঘটেছে বা কোন শিশু ঝুঁকিতে আছে, তাহলে নিম্নোক্ত ফর্মটি পূরণ করুন।

শিশুর ঝুঁকি সংক্রান্ত সকল আশংকা অবিলম্বে শিশু সুরক্ষা সমন্বয়কারীর কাছে রিপোর্ট করতে হবে অথবা সমন্বয়কারীকে না পাওয়া গেলে মহাসচিবকে রিপোর্ট করতে হবে। এই রিপোর্ট কঠোরভাবে গোপন রাখতে হবে।

রিপোর্ট গ্রহণ করার তারিখ ঃ .....

রিপোর্ট গ্রহণ করার সময় ঃ .....

রিপোর্ট গ্রহণ করার স্থান/ ঠিকানা ঃ .....

শিশুর নাম ঃ .....

শিশুর বয়স ঃ .....

বাবা/মা বা অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা ঃ .....

আশংকা/সন্দেহ/ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ঃ .....

অনুগ্রহ করে যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে সকল বিভাগ পূরণ করুন।

১. যা ঘটেছে তা বর্ণনা করুনঃ সময়/ তারিখ, জড়িত ব্যক্তির নাম/ প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম/ কি ধরণের আচরণ বা লক্ষণ দেখেছেন/ অন্য কোন বিবরণ ঃ

২. শিশুর সাথে কোন কথোপকথন হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

৩. আপনি কি এই আশংকার ব্যাপারে কারো সাথে যোগাযোগ করেছেন? হ্যাঁ/না (দয়া করে একটিতে গোল দাগ দিন)

৪. যদি করে থাকেন, তাহলে কার সাথে যোগাযোগ করেছেন?

অনুগ্রহ করে এই অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর করুন, ছাপার হরফে আপনার নাম এবং সংস্থায় আপনার পদ কি তা লিখুন

স্বাক্ষরিত..... তারিখ.....

নাম:.....

পদবি:.....

অফিসের ব্যবহারের জন্য

যে ব্যক্তি ঘটনার বিবরণ নিয়েছেন তার নাম: .....

নেওয়ার তারিখ:.....

গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

সকল আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংযুক্ত করুন ঃ

যে ব্যক্তি রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছেন তার নাম এবং স্বাক্ষর ঃ

পরিশিষ্ট ৪ কোন ঘটনা প্রকাশ পেলে তাতে সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি

শিশুর জন্য কোনো ঘটনা প্রকাশ করা কষ্টকর এবং এতে বিবাদমূলক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর প্রতি যথাযথ সাড়া দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোন শিশুর কাছে থেকে কোন ঘটনা জানতে পারলে যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে ঃ

১. শিশুর কথা শুনুন-

- শান্ত চেহারা বজায় রাখুন;
- ধৈর্য্য ধরুন;
- শিশুকে তার আশংকা নিজের গতিতে ও শব্দে জানানোর জন্য অবকাশ ও সময় দিন, কোনও নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করবেন না;
- কথায় ব্যাঘাত করবেন না;
- মেনে নিন যে শিশুটি আপনাকে তার যতটুকু জানানোর ইচ্ছে সেটুকুই জানাবে;
- কখনোই শিশুকে নির্যাতনের বিবরণ দেওয়ার জন্য চাপ দেবেন না - আপনার কাজ হল সে আপনাকে যা বলতে চাইছে তা শোনা।

২. শিশুকে আশ্বস্ত করুন; বলুন যে-

- আপনি তার কথা বিশ্বাস করছেন;
- সে আপনাকে কথাগুলি জানিয়ে সঠিক কাজ করেছে;
- শিশুকে আশ্বস্ত করুন যে নির্যাতন তার কোন ভুলের জন্য হয়নি;
- শিশুর সাহসিকতা ও শক্তিকে স্বীকৃতি দিন।

৩. আপনি এরপর কি করার পরিকল্পনা করেছেন তা শিশুকে বলুন-

- শিশুকে বুঝিয়ে বলুন যে তাকে নিরাপদ রাখার জন্য ঘটনাটি বিডিআরসিএস শিশু সুরক্ষা সমন্বয়কারীকে জানাতে হবে।

৪. রিপোর্ট করুন-

- বিডিআরসিএস রিপোর্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকাশিত ঘটনা রিপোর্ট করুন।

৫. কি করবেন না-

- এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না যা আপনি পূরণ করতে পারবেন না। যেমন ঃ আপনি ঘটনাটি কাউকে বলবেন না এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া;
- যা বলা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখার চেষ্টা করবেন না;
- অভিযুক্ত অপরাধীর মোকাবেলা করার চেষ্টা করবেন না;
- গোপনীয়তার নীতি লঙ্ঘন করবেন না কারণ এর ফলে আপনি নিজে, সেই শিশু এবং এমনকি যার সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে তারা বিপদে পড়তে পারেন।

পরিশিষ্ট ৫ শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগ এবং বাছাই পদ্ধতি

ক) এই পরিশিষ্ট কখন ব্যবহৃত হবে-

নিম্নলিখিত নির্দেশিকা সকল ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য, ইউনিট বা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কর্মচারী-কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক, একক ব্যবসায়ী ঠিকাদার নিয়োগ করার সময় এবং কোন ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারের কর্মচারী-কর্মকর্তা নিয়োগ করার সময় ব্যবহৃত হবে, যারা বিডিআরসিএস-এর সাথে কোন চুক্তি অনুযায়ী সেবাদান করবেন। বিডিআরসিএস-এর অফিস বা প্রকল্প/কর্মকাণ্ড/কার্যক্রম পরিদর্শনে আসা ব্যক্তি বা পরিদর্শকও এর অর্ন্তভুক্ত হবেন।

খ) নিয়োগ করার জন্য প্রযোজ্য হবে-

- বিডিআরসিএস-এর স্বাভাবিক নিয়োগ পদ্ধতি ও বাছাই প্রক্রিয়া;
- নিয়োগের একটি বিস্তারিত রেকর্ড নথিভুক্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যেমন- স্বাক্ষর করা শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি, শিশু নির্যাতনের অপরাধের কোন অভিযোগ পত্র (রেকর্ড আছে বা নেই এই মর্মে প্রদানকৃত পত্র)

গ) বাছাই করা-

ধাপ-১ : শিশুদের সাথে যোগাযোগ থাকবে বা শিশুদের সাথে কাজ করতে হবে এমন কোনো পদের প্রার্থী বাছাইকরণ প্রক্রিয়াঃ

- একজন আবেদনকারী (কর্মকর্তা-কর্মচারী বা স্বেচ্ছাসেবক), একক ব্যবসায়ী, পরামর্শদাতা বা ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারের কর্মচারী-কর্মকর্তা, যিনি বিডিআরসিএস-এর সাথে চুক্তির অধীনে সেবা প্রদান করবেন তাদেরকে অবশ্যই শিশু নির্যাতন বা শোষণের সাথে যুক্ত হয়েছেন কি না বা তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কি না, অথবা শিশুদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কি'না তা জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তাদের অঙ্গিকারনামা প্রদান করতে হবে।
- আবেদনকারী (কর্মকর্তা-কর্মচারী বা স্বেচ্ছাসেবক) এবং একক ব্যবসায়ীগণের কাছে কমপক্ষে দুইজন পরিচিত বা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদানকৃত সনদপত্র জমা দিবেন যাদের কাছে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্ম্পকে তথ্যাদি থাকবে ;
- পছন্দনীয় প্রার্থী (কর্মকর্তা-কর্মচারী বা স্বেচ্ছাসেবক) এবং একক ব্যবসায়ীগণের সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় অবশ্যই শিশু সুরক্ষা এবং শিশুদের সাথে কাজ করার ব্যাপারে আচরণগত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে হবে।

ধাপ-২ : অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই ঃ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত সকল ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য, ইউনিট বা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কর্মচারী-কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক, একক ব্যবসায়ী ঠিকাদার, ঠিকাদার বা উপঠিকাদারের কর্মচারী যারা বিডিআরসিএস-এর সাথে চুক্তির অধীনে সেবা সরবরাহ করবে এবং কর্মে নিয়োগের জন্য (কর্মচারী-কর্মকর্তা হিসেবে) পছন্দনীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে অবশ্যই অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবেঃ

- পর্যালোচনার তারিখ থেকে আগের ৫ বছরে প্রতিটি দেশ যেখানে ব্যক্তি ১২ মাস বা তার বেশি সময় বসবাস করেছে এবং ব্যক্তির কোন দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে;
- ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া কোন অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই করা যাবে না;
- সকল আবেদনকারীকে অবশ্যই এ বিষয়ে অবগত করতে হবে যে, অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই করার পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে নির্ধারিত পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষণ

১) আনুষ্ঠানিক অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই করার ক্ষেত্রে ঃ

- সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ/আনুষ্ঠানিক অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই করা,
- যে কোনো ব্যক্তি যিনি শিশুদের সংস্পর্শে আসতে পারেন বা শিশুদের সাথে কাজ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাকে একটি সম্পূর্ণ করা অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাই (পত্র) জমা দিতে হবে যেখানে শিশু নির্যাতন বা শোষণ সম্পর্কিত অপরাধগুলি পর্যালোচনা করা থাকবে।

২) বিধিবদ্ধ/ আনুষ্ঠানিক অপরাধমূলক রেকর্ড যাচাইপত্র না থাকলেঃ

- যদি আনুষ্ঠানিক পুলিশি যাচাইয়ের সুযোগ না থাকে, তাহলে শিশুদের সাথে যোগাযোগ থাকবে বা শিশুদের সাথে কাজ করতে পারেন এমন ব্যক্তিকে শিশু নির্যাতন বা শোষণের কোনো ব্যাপার সম্পর্কিত কোন অপরাধমূলক রেকর্ড আছে বা নেই এই মর্মে আইনগত বাধ্যতামূলক বিবৃতিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

৩) অপরাধমূলক যাচাইয়ের পর্যালোচনা

- কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক, ঠিকাদার বা উপঠিকাদার একটি পদ থেকে অন্য পদে নিযুক্ত হলে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে পুলিশি যাচাই, পূনঃপর্যালোচনা এবং আপডেট করা উচিৎ যেমনঃ
- শিশুদের সাথে সংস্পর্শ নেই এমন কোন পদ থেকে শিশুদের সাথে সংস্পর্শে আসতে হবে বা সরাসরি কাজ করতে হবে এমন কোন পদে পরিবর্তিত হলে;
- শিশুদের সাথে সংস্পর্শ রয়েছে এমন কোন পদ থেকে শিশুদের সাথে সরাসরি কাজ করবেন এমন কোন পদে পরিবর্তিত হলে।

পরিশিষ্ট ৬ ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা

নিম্নলিখিত পদ্ধতি এবং ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স টুল বিডিআরসিএস-এর কার্যক্রম, কর্মসূচি এবং কাজকর্মে শিশুদের ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা হবে।

ঝুঁকির ম্যাট্রিক্স

শিশুর জন্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করুন	ঝুঁকির বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা	সম্ভাব্যতা / সম্ভাবনা			শিশুর উপর প্রভাব	ঝুঁকির র‍্যাঙ্কিং	ঝুঁকি নিরসন বা কমানোর জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে	কে পদক্ষেপ নিবে	কত সময়ের মধ্যে
		বেশি	মাঝারি	কম					
১.									
২.									
৩.									
ইত্যাদি									

শিশুদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়ন

কর্মসূচির প্রতিটি কাজ / উপাদানের ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ঝুঁকি রয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করা উচিত।
ঝুঁকির সম্ভাব্য এলাকাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করুন, যেমন-

কার্যক্রমের জায়গা (কোথায় কাজগুলো হবে, উদাহরণস্বরূপ ঃ স্কুলে, জরুরি ক্যাম্পে, লোকালয় থেকে দূরে);

কার্যক্রমের ধরণ (কী কী কাজ হবে, যেমন ঃ স্কুল ভিত্তিক কাজ বা শিশুদের সাথে সরাসরি কাজ করা, সামাজিক প্রথা বহির্ভূত কোনো কাজ, শিশুদের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, অভিভাবকহীন শিশুদের তত্ত্বাবধান করা, ছোট শিশুদের সাথে বড় বয়সের শিশু/যুবদের কাজ করা ইত্যাদি)। কার্যকলাপ বাস্তবায়নে জড়িত স্টেকহোল্ডাররা বা কর্মীরা যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা, পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান আছে কিনা, শিশু নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

যে শিশুদের অসহায়তার পরিমাণ বেশি যেমন ঃ মেয়েরা, প্রতিবন্ধী শিশু, ছোট শিশু, জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু, শরণার্থী শিশু, কর্মরত শিশু, বাস্তুচ্যুত বা অভিভাবকহীন শিশু ইত্যাদি।

ম্যাট্রিক্স সম্পূর্ণ করতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ব্যবহার করুন ঃ

সনাক্তকরণ - কর্মসূচি বা কার্যকলাপের বাস্তবসম্মত কোন কাজ গুলো শিশুদের ঝুঁকির সম্মুখীন করে ?

ঝুঁকি - কি ধরণের সমস্যা হতে পারে ?

সম্ভাবনা - কোনও সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? শিশু সুরক্ষার যে ব্যবস্থাগুলি ইতিমধ্যেই রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করুন।

প্রভাব - কোন সমস্যা হলে তার পরিণামে শিশুর উপরে কী প্রভাব পড়বে ?

ঝুঁকির র‍্যাঙ্কিং - সম্ভাব্যতা / সম্ভাবনা এবং প্রভাবের সমন্বয়

		Impact		
		L	M	H
Likelihood	H-3	M	H	H
	M-2	L	M	H
	L-1	L	L	M

পদক্ষেপ- এই ঝুঁকিগুলি নিরসন বা কমানোর উপায় এবং সেজন্য কি কি সংস্থান প্রয়োজন তা শনাক্ত করুন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

নিম্নলিখিত পরামর্শ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন ঃ

- ঝুঁকি নিরসন বা কমানোর জন্য পদক্ষেপ সনাক্ত করুন;
- ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলো চিহ্নিত করুন;
- কোনও সমস্যা হলে সেটি সমাধানের জন্য একটি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করে রাখুন;
- কীভাবে এবং কখন আপনি ঝুঁকি এবং নিরসনের ক্রিয়াকলাপগুলো নিরীক্ষণ করবেন তা সনাক্ত করুন;
- মাঝারি এবং উচ্চস্তরের ঝুঁকিগুলোর ক্ষেত্রে প্রকল্প / কর্মসূচীর ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স অন্তর্ভুক্ত করুন।

ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করা

নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করে কর্মসূচীর ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করুন ঃ

- ঝুঁকিগুলো কি এখনও বিদ্যমান আছে ?
- বর্তমান পরিকল্পনার মাধ্যমে কি ঝুঁকি কমানো বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা গেছে কি ?
- নতুন কোনো ঝুঁকি আছে বা হবার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে ?
- নতুন ঝুঁকি আছে বা হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে সেগুলো অপসারণ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে কী পদক্ষেপ এবং সংস্থান প্রয়োজন ?

এই নীতিমালাটি প্রণয়নে সোসাইটি যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

০১	হাফিজ আহমদ মজুমদার	ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও মাননীয় চেয়ারম্যান	বিডিআরসিএস
০২	মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন	ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও মহাসচিব	বিডিআরসিএস
০৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম	উপ-মহাসচিব	বিডিআরসিএস
০৪	রেজীনা হালীম	সমন্বয়ক- জেন্ডার ও ডাইভার্সিটি এবং শিশু শুরক্ষা	বিডিআরসিএস
০৫	সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক, এইচআর	বিডিআরসিএস
০৬	খায়রুল আনাম খান	পরিচালক, ইউনিট এ্যাফেয়ার্স	বিডিআরসিএস
০৭	মোঃ আফসার উদ্দিন	পরিচালক, লজিস্টিক	বিডিআরসিএস
০৮	মোঃ বেলাল হোসেন	পরিচালক, ডিআরএম	বিডিআরসিএস
০৯	কে. এফ. রহমান	পরিচালক, সম্পত্তি	বিডিআরসিএস
১০	নাজমুল আজম খান	পরিচালক, ডিআর	বিডিআরসিএস
১১	মোঃ মুনিরুল ইসলাম	উপ-পরিচালক, সম্পত্তি	বিডিআরসিএস
১২	সায়মা ফেরদৌসী	উপ-পরিচালক, পিএন্ডডি	বিডিআরসিএস
১৩	এ. কে. এম. মোহসীন	সহকারী-পরিচালক, ফান্ডরেইজিং	বিডিআরসিএস
১৪	ফারজানা আক্তার	সুঃ সহকারী পরিচালক, এইচআর	বিডিআরসিএস
১৫	আফরোজা সুলতানা	পিএমইআর কর্মকর্তা	বিডিআরসিএস
১৬	খালেদা আক্তার লাবনী	যোগাযোগ কর্মকর্তা	বিডিআরসিএস
১৭	মোঃ রাসেল	জুঃ আইসিটি কর্মকর্তা	বিডিআরসিএস
১৮	ভিক্টোরিয়া মেকডোনাহ	শিশু সুরক্ষা সমন্বয়কারী, আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম	অষ্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস
১৯	রেনে ডেভেস	রিজিওনাল ম্যানেজার, সাউথ এন্ড নর্থ এশিয়া	অষ্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস
২০	পল টেগান	শিশু সুরক্ষা সমন্বয়কারী	অষ্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস
২১	মালিহা ফেরদৌস	সিনিয়র ব্যবস্থাপক, পিআরডি	আইএফআরসি
২২	আফরোজা খন্দকার	সিনিয়র ব্যবস্থাপক, ওডি	আইএফআরসি
২৩	রকিবুল আলম	সিনিয়র ব্যবস্থাপক, প্রোগ্রাম সাপোর্ট	আইএফআরসি
২৪	জান্নাতুল ফেরদৌস	পিজিআই অফিসার	আইএফআরসি
২৫	শাহ্ ওয়াসিফ আজম	প্রোগ্রাম ম্যানেজার	ওয়াই ওয়াই গোষ্ঠি

রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের ৭টি মূলনীতি

Humanity
মানবতা

কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহয্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্ঠ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

Impartiality
পক্ষপাতহীনতা

এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে কোন বৈষম্য করে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে এবং সর্বাধিক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদেরকে সাহায্যের অগ্রাধিকার দেয়।

Neutrality
নিরপেক্ষতা

সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্য এই আন্দোলন সংঘর্ষকালে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোন সময় রাজনৈতিক, গোত্রগত, ধমীয় বা আর্দশগত মতবিরোধে অংশগ্রহণ করে না।

Independence
স্বাধীনতা

এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামূলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসেবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনে ন্যস্ত থাকলেও আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

Voluntary Service
স্বেচ্ছামূলক সেবা

একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ সংগঠন হিসেবে এই আন্দোলন কোন প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

Unity
একতা

কোন দেশে কেবল একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকবে। সকলের জন্য এর দ্বার অবারিত থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র এর মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হতে হবে।

Universality
সার্বজনীনতা

সম-মর্যাদাসম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন আন্দোলন।

আরো বিস্তারিত জানতে বা কোন মতামত থাকলে যোগাযোগ করুন:

সমন্বয়ক- জেন্ডার ও ডাইর্ভাসিটি এবং শিশু সুরক্ষা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সদর দপ্তর, ঢাকা
বিডিআরসিএস টেলিফোন ও হটলাইন নাম্বারঃ
৮৩১৯৩৬৬/৯৩৩০১৮৮/০১৮১১৪৫৮৫২৪
ইমেইল: info@bdrcs.org

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন:

www.bdrcs.org ***bdredcrescent***

bdrcs1 ***bdrcs_official***

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যে কোন সেবা সম্পর্কে জানতে অথবা আপনার মতামত, পরামর্শ ও অভিযোগ জানাতে ফোন করুন রেড ক্রিসেন্টের ০১৮১১৪৫৮৫২৪ হটলাইন নাম্বারে, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫ টা ।

এই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও নির্দেশিকা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) এবং অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রসের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় তৈরি করেছে ।

International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies